-৪২-

প্রত্ন আইন, ২০১৫

(২০১৫ সালের .... নম্বর আইন)

বিল নং ২০১৫

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পুরাকীর্তি সংক্রান্ত আইন সংশোধন ও সংহতকরণের উদ্দেশ্যে Antiquity Act 1968 (Amendment 1976) আনীত

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চাদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বিলুপ্তির ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ অনুমোদন ও সমর্থন (ratification and confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহ কার্যকারিতা হারাইয়াছে; এবং

যেইহেতু সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ার ফলশ্রুতিতেও উক্ত অধ্যাদেশসমূহ কার্যকারিতা হারাইয়াছে; এবং

যেইহেতু উক্ত সময়কালের মধ্যে ১৯৭৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখের সামরিক শাসন বলে জারীকৃত The Antiquities (Amendment) Ordinance 1976. Ordinance no. LXXIII of 1976. An Ordinance to Amend the Antiquities Act 1968 ও উহার কার্যকারিতা হারাইয়াছে; এবং

যেইহেতু উক্ত অধ্যাদেশ ও উহার অধীন প্রণীত বিধি বা আদেশ বলে কৃত কাজ-কর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্যকারণসমূহ অথবা প্রণীত, কৃত, গৃহীত বা সূচীত বলিয়া বিবেচিত কাজ-কর্ম ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ আইনের শাসন, জনগণের অর্জিত অধিকার সংরক্ষণ এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মের ধারাবাহিকতা বহাল ও অক্ষুণ্ন রাখিবার নিমিত্তে, জনস্বার্থে আইনগতভাবে সংরক্ষণ করা আবশ্যক; এবং

যেইহেতু উক্ত অধ্যাদেশের অধীন সূচীত কার্যধারাসমূহ বা গৃহীত ব্যবস্থা বা কাজ-কর্ম বর্তমানে অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে জনস্বার্থে উক্ত কার্যধারাসমূহ বা গৃহীত ব্যবস্থা বা কাজ-কর্ম চলমান রাখা আবশ্যক; এবং

যেইহেতু অধ্যাদেশ কার্যকারিতা হারাইবার ফলে সৃষ্ট আইনী শূন্যতা পূরণ করিবার লক্ষ্যে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে মর্মে রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হওয়ায় এবং সংসদ অধিবেশন না থাকিবার কারনে রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত অধ্যাদেশসহ অন্যান্য অধ্যাদেশসমূহকে তফসিলভুক্ত করিয়া ২০১৩ সালের ০২ নম্বর অধ্যাদেশ ২১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে জারী করিয়াছেন; এবং

যেইহেতু সংবিধানের ৯৩(২) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা পূরণকল্পে সংসদের চলতি অধিবেশনের ২১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে উপস্থিত হইয়াছে এবং উহার পরবর্তী ৩০ দিন অতিবাহিত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা লোপ পাইয়াছে; এবং

যেইহেতু ২৪ মার্চ ১৯৮২ হইতে ১১ নভেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া The Antiquities (Amendment) Ordinance 1976 Ordinance no. LXXIII of 1976. An Ordinance to Amend the Antiquities Act 1968 সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নতুন আইন 'প্রত্ন আইন ২০১৫' প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন;

যেইহেতু 'প্রত্ন আইন ২০১৫' প্রত্নসম্পদ সুরক্ষা, সংরক্ষণ, সংগ্রহ এবং প্রদর্শনের সহিত সম্পর্কযুক্ত আইন সুসংহত ও সংশোধনের লক্ষ্যে সম্পর্কযুক্ত একটি আইন;

যেইহেতু বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থে সমতা অর্জনের সহিত সংশ্লিষ্ট সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩১ এর দফা (২) এর অর্থে কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিষয়টি প্রয়োজন;

সেইহেতু এতদ্বারা এই নিম্নরূপ আইন করা হইল :

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি এবং প্রবর্তন।

(ক) এই আইন 'প্রত্ন আইন ২০১৫' নামে অভিহিত হইবে।
(খ) সমগ্র বাংলাদেশে ইহা প্রয়োজ্য হইবে।
(গ) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা : বিষয়, প্রসঙ্গের বা প্রেক্ষাপটের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(ক) 'উপদেষ্টা পর্ষদ' দ্বারা বুঝাইবে ধারা ৩ এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পর্ষদ।
(খ) 'প্রাচীন' অর্থ -

(১) স্থাবর প্রত্নসম্পদের সময়সীমার ক্ষেত্রে ১০০ বৎসরের পূর্ববর্তী যেকোন সময়ের বা তৎকালের সহিত সম্পর্কিত
(২) অস্থাবর প্রত্নসম্পদের বিশেষত শিল্পকলা সম্পর্কিত প্রত্নসম্পদের সময়সীমার ক্ষেত্রে ৭৫ বছরের পূর্ববর্তী যে কোন সময়ের বা তৎকালের সহিত সম্পর্কিত।
(৩) উপরোক্ত সময়সীমার আওতাভুক্ত না হইলেও বিশেষ স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন (সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক) সাংস্কৃতিক স্থাপনাসমূহ প্রাচীন হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(গ) 'প্রত্নসম্পদ' অর্থ -

(১) মানুষের দ্বারা সম্পাদিত / সৃজিত / প্রভাবিত স্থাবর ও অস্থাবর শিল্পকর্ম, স্থাপত্য, কারুকর্ম, সামাজিক প্রথা, সাহিত্য, নৈতিকতা, রাজনীতি, ধর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, বিজ্ঞান বিষয়ক সভ্যতা, পরিবেশগত বা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যবহনকারী যে কোন প্রাচীন নিদর্শন ;
(২) ঐতিহাসিক, জাতিতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, সামরিক অথবা বৈজ্ঞানিক মূল্যসমৃদ্ধ যে কোন প্রাচীন নিদর্শন বা স্থান ;
(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রত্নসম্পদ ঘোষিত এইরূপ যে কোন প্রাচীন নিদর্শন বা ইহার শ্রেণী।

৪৫

(ঘ) 'ডিলার' অর্থ -
কোন ব্যক্তি যিনি প্রত্নসম্পদ ক্রয় বা বিক্রয়ের ব্যবসায় নিয়োজিত এবং
'প্রত্নসম্পদ ব্যবসা' অর্থ -

প্রত্নসম্পদ ক্রয় বা বিক্রয়ের ব্যবসা পরিচালনা করা ;

(ঙ) 'মহাপরিচালক' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং এই আইনের অধীন মহাপরিচালক কর্তৃক তাঁহার সকল কার্যক্ষমতা প্রয়োগ অথবা সম্পাদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন ;

(চ) 'রপ্তানি' অর্থ স্থল, নৌ ও আকাশ পথে বাংলাদেশের বাহিরে প্রেরণ।

(ছ) 'স্থাবর প্রত্নসম্পদ' অর্থ নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যের যে কোন প্রত্নসম্পদ, যথা : -

(১) ভূপৃষ্ঠের উপরে অথবা নিচে অথবা পানির নিচে অবস্থিত যে কোন প্রাচীন নিদর্শন ;
(২) যে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক ঢিবি, স্তূপ, সমাধিস্থল অথবা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অথবা কোন প্রাচীন বাগান, কাঠামো, ভবন বা স্থাপনা ;
(৩) প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, শৈল্পিক বা বৈজ্ঞানিক গুরুত্ববহ অথবা ভাস্কর্য, খোদাই, লেখমালা ও চিত্রকর্ম ধারক যে কোন শিলা, গুহা বা প্রাকৃতিক বস্তু,

এবং ইহা নিম্নবর্ণিত বিষয় বা বস্তুসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(i) প্রত্নতাত্ত্বিক কোন ফটক, দরজা জানালা, প্যানেল খচিত ড্যাডো (Dado), সিলিং, উৎকীর্ণলিপি, দেয়াল-চিত্র, দারুশিল্প, চারুশিল্প, কারুশিল্প, ধাতব, শিল্পকর্ম অথবা ভাস্কর্য, একটি স্থাবর পুরাকীর্তির সংগে সংযুক্ত বা ঝোলানো কোন ঐতিহ্য।

(i i) একটি স্থাবর প্রত্নসম্পদের ভগ্নাবশেষ ;

(i i i) যে ভূমি বা স্থানে প্রত্নসম্পদের অবস্থান;

(iv) একটি স্থাবর প্রত্নসম্পদ সংলগ্ন ভূমি বা জলভাগ যাহা উক্ত প্রত্নসম্পদকে বেষ্টনী বা আচ্ছাদন বা অন্য কোন ভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজন ও একটি স্থাবর প্রত্নস্থানে প্রবেশের এবং পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান ;

(v) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিন্যাস, স্থাপত্য বা নির্মাণ সামগ্রীর বৈশিষ্ট্যের বিচারে জনগুরুত্বপূর্ণ হিসাবে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংরক্ষিত ঘোষিত বিশেষ গুরুত্ববহ কোন এলাকার রাস্তা, ভবন বা গণসমাবেশস্থল।

জ. অস্থাবর প্রত্নসম্পদ অর্থ -

প্রাচীন বহনযোগ্য নিদর্শন যাহাদের ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, শৈল্পিক অথবা বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব রহিয়াছে।

ঝ. "মালিক" অর্থ -

(১) প্রত্নসম্পদ হিসাবে সংরক্ষিত ঘোষণা করিবার পূর্বে প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য অথবা নিদর্শনটি যাহার অধিকারে অথবা মালিকানাধীন ছিল অথবা বর্তমানে আছে এইরূপ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং ট্রাস্টি ; এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(i) মালিকের নাবালকত্ব বা অন্যকোন অসামর্থ্যের কারণে কর্মে অক্ষম হইলে তাহার পক্ষে আইনসঙ্গতভাবে কাজ করিবার উপযুক্ত কোন ব্যক্তি ;

(ii) নিজের এবং অন্যান্য যুগ্ম-মালিকগণের এবং অনুরূপ মালিকদের উত্তরাধিকারীর স্বার্থে তাহাদের পক্ষে ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন যৌথ মালিক ; এবং

(iii) ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী কোন ব্যবস্থাপক অথবা ট্রাস্টি এবং অনুরূপ ব্যবস্থাপক অথবা ট্রাস্টি দপ্তরের উত্তরাধিকারী ;

(iv) প্রত্নসম্পদ হিসাবে বিবেচিত যে সকল প্রত্নসম্পদ দেবোত্তর বা ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত, তার আইনানুগভাবে বৈধ বর্তমান তদারককারী।

ঞ. "সংরক্ষিত প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য ও প্রত্নসম্পদ অর্থ-" ধারা ১০ এর অধীনে ঘোষিত সংরক্ষিত প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য ও প্রত্নসম্পদ।

৩। উপদেষ্টা পর্ষদ :

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে সরকার একটি উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করিবে, যেমন -

(ক) মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, যিনি পর্ষদের সভাপতি।
(খ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি।
(গ) প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন তিনজন বিশেষজ্ঞ।
(ঘ) যে কোন একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি অথবা তাঁহার নির্বাচিত প্রতিনিধি।
(ঙ) বিশেষ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞ সাময়িকভাবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন।
(চ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক অথবা তাঁর মনোনীত একজন প্রতিনিধি।

৪। কোন নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য ও প্রত্নসম্পদ কিনা তৎসম্পর্কীয় বিরোধ নিষ্পত্তি :

এই আইনের অধীন কোন নিদর্শন বা স্থান প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য ও প্রত্নসম্পদ কিনা এই বিষয়টি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। এই বিষয়ে কোন বিবাদ দেখা দিলে উক্ত বিষয়ে উপদেষ্টা পর্ষদের মতামতের ভিত্তিতে মহাপরিচালক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। মালিকানাবিহীন প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য / প্রত্নসম্পদের সুরক্ষা (Protection), সংরক্ষণ (Preservation), প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার (Conservation), পুনরানায়ন (Restoration) ইত্যাদি :

যেই ক্ষেত্রে মহাপরিচালক মালিকানাবিহীন কোন কোন স্থাবর ও অস্থাবর **(অস্থাবর প্রত্নসম্পদের ক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত জাদুঘরসমূহের অধিক্ষেত্র ব্যতীত)** প্রত্নসম্পদের আবিষ্কার অথবা অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন তথ্য পান অথবা অন্য কোন ভাবে জ্ঞাত হন সেই ক্ষেত্রে মহাপরিচালক প্রাপ্ত তথ্য অথবা অবগতির সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার পর প্রত্নসম্পদের সুরক্ষা (Protection), সংরক্ষণ (Preservation), প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার (Conservation), পুনরানয়ন (Restoration)-এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৬। প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যস্থলে প্রবেশ, পরিদর্শন, ইত্যাদির ক্ষমতা :

(১) ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে, নিচে অথবা পানির নিচে কোন স্থাবর ও অস্থাবর (অস্থাবর প্রত্নসম্পদের ক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত জাদুঘরসমূহের অধিক্ষেত্র ব্যতীত) প্রত্নসম্পদ থাকিলে অথবা রহিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইলে মহাপরিচালক যুক্তিসঙ্গত বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া যে কোন প্রত্নস্থলে প্রবেশ, পরিদর্শন, আলোকচিত্র গ্রহণ, অনুকৃতি তৈরি, উৎখনন অথবা যে কোন ধরণের প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্নস্থান অথবা এলাকার মালিক মহাপরিচালককে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সুযোগ ও সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) উপধারা (১) এর অধীনে পরিদর্শনের বা প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রমের কারণে কোন ক্ষয়ক্ষতি ঘটিলে উহার মালিককে মহাপরিচালক যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) গবেষণামূলক কাজের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরসমূহে প্রদর্শিত প্রত্নবস্তুর আলোকচিত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে মহাপরিচালকের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

৭। প্রত্নস্থল ঘোষিত স্থান অথবা প্রত্নসম্পদ ধারণকৃত ভূমি অধিগ্রহণ :

(১) যদি সরকারের বিশ্বাস করিবার মতো যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোন ভূমিতে প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য রহিয়াছে অথবা কোন স্থল প্রত্নস্থল হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে, তাহা হইলে সরকার জনস্বার্থে উক্ত ভূমি কিংবা উহার যে কোন অংশ ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ১৮৯৪ (১৮৯৪ সনের ১নং আইন) এর অধীনে অধিগ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) যদি সরকারি কোনো খাস জমিতে প্রত্নসম্পদ আছে বলিয়া নিশ্চিত হওয়া যায় তবে ঐ জমি যেই সংস্থারই থাকুক না কেন তাহা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ব্যতীত অন্য কোন সংস্থাকে লিজ / পত্তন দেওয়া যাইবে না।

(৩) এছাড়া ইতোমধ্যে প্রত্নসম্পদ হিসাবে সংরক্ষিত ঘোষণার পূর্বে অথবা পরে কোন সরকারি / বেসরকারি / স্বায়ত্তশাসিত / ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান / সংস্থা / ট্রাস্ট / ব্যক্তিকে প্রত্নসম্পদ এলাকার মধ্যে অবস্থিত ভূমির লিজ / পত্তন দেওয়া হইয়া থাকে বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহা হইলে অবিলম্বে উক্ত লিজ বা পত্তন বাতিল করিতে হইবে এবং অনতিবিলম্বে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। তবে ব্যতিক্রম হিসাবে ইতোপূর্বে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত প্রত্নস্থাপনাসমূহ এই আইনের আওতামুক্ত থাকিবে।

৮। অস্থাবর প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ এবং বিক্রয় সংক্রান্ত। (১) মহাপরিচালক যে কোন অস্থাবর প্রত্নসম্পদ ক্রয়, চুক্তিভিত্তিক গ্রহণ, উপহার হিসাবে গ্রহণ অথবা বিনিময়ের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) ব্যক্তিগত বা সাংগঠনিক পর্যায়ে কেহ অস্থাবর প্রত্নসম্পদ ক্রয়, বা বিক্রয়, বা সংগ্রহ করিতে পারিবে না। তবে সরকার অনুমোদনকৃত বিভিন্ন জাদুঘর মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরকে অবহিত করে প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ করিতে পারিবে।

(৩) উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত অথবা অন্য কোন বেআইনী নয় এমন অন্য কোন সূত্র হইতে প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদ কোন ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট সংগৃহীত থাকিলে অবশ্যই সকল প্রত্নসম্পদের যথাযথ ছবিসহ তালিকা

মহাপরিচালককে প্রদান করিতে হইবে এবং মহাপরিচালকের নিকট হইতে সনদপত্র গ্রহণ পূর্বক সংগ্রহে রাখিতে হইবে। তবে এই সকল স্থাবর ও অস্থাবর প্রত্নসম্পদ সরকার অনুমোদিত জাদুঘরসমূহ ব্যতীত কাহারো নিকট বিক্রয় বা উপহার হিসাবে প্রদান করা যাইবে না। প্রত্নসম্পদের সংস্কারের প্রয়োজন হইলে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংগে যোগাযোগ করিতে হইবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অধিক্ষেত্র ব্যতীত, তাদের গবেষণা থেকে সংগৃহীত প্রত্নসম্পদ গবেষণা ও শিক্ষার কাজে মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের (সর্বোচ্চ তিন বৎসর) জন্য ব্যবহার করিতে পারিবে। তবে সেগুলির একটি সুনির্দিষ্ট তালিকা ও বিস্তারিত ডকুমেন্টেশন অবশ্যই মহাপরিচালককে প্রদান করিতে হইবে। অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে অবহিতকরণের পূর্বে কোনো প্রত্নসম্পদ বিষয়ক গবেষণার ফলাফল ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের নামে প্রকাশ করিলে আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৫) প্রত্নসম্পদ অধিগ্রহণ, সংস্কার, সংরক্ষণ, পুনরানয়ন (Restoration), সুরক্ষা অথবা পুনর্নির্মাণের নিমিত্তে মহাপরিচালক স্বেচ্ছাসেবী চাঁদা এবং দান গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ চাঁদা ও দান দ্বারা গঠিত তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের স্বার্থে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদা এবং দান যে বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইবে উহা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না।

৯। স্থাবর প্রত্নসম্পদ ধারণকারী ভূমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্র-ক্রয়াধিকার। (১) যেই ক্ষেত্রে মহাপরিচালক এই মর্মে কোন তথ্য লাভ করেন অথবা অন্য কোন উপায়ে জ্ঞাত হইবেন যে, কোন প্রত্নসম্পদ অথবা প্রত্নসম্পদ ধারণকারী অথবা প্রত্নসম্পদ সম্পর্কিত কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্যোগ গৃহীত হইয়াছে অথবা বিক্রয় হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে তিনি সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে এইরূপ প্রত্নসম্পদ বা সম্পত্তির বিষয়ে অগ্র-ক্রয়াধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং যদি তিনি এই অধিকার প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তদানুযায়ী বিক্রয়ের জন্য লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন।

(২) যদি উপধারা (১) এর অধীনে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি জারীর এক বৎসরের মধ্যে কোন প্রত্নসম্পদ অথবা প্রত্নসম্পদ ধারণকারী অথবা প্রত্নসম্পদ সম্পর্কিত সম্পত্তির বিষয়ে মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর যুক্তিসঙ্গত কারণে অগ্রক্রয়াধিকার প্রয়োগ হইতে বিরত থাকেন তাহা হইলে উল্লিখিত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পর প্রত্নসম্পদ অথবা প্রত্নস্থলটি যে কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে মহাপরিচালকের নিকট একটি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিতে হইবে। তবে কোন স্থাবর প্রত্নসম্পদ বিদেশী কোন সংস্থার নিকট বিক্রয় করা যাইবে না।

১০। সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ ঘোষণা- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোন স্থাবর প্রত্নস্থল, প্রত্ননিদর্শন সম্পর্কিত কোন স্থান (স্থল এবং জলভূমি) সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপনের একটি অনুলিপি প্রত্নস্থলের / প্রত্নসম্পদের মালিককে প্রেরণ করিতে হইবে এবং অপর একটি অনুলিপি প্রত্নস্থান সংলগ্ন অথবা দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে নোটিশ আকারে স্থাপন করিতে হইবে।

(৩) উপধারা (১) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি সরকার কর্তৃক বাতিল না হইলে উহা এই বিষয়ে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ ঘোষণার বিরুদ্ধে আবেদন- (১) প্রত্নস্থল বা প্রত্নস্থল সম্পর্কিত ভূমি সম্পর্কে ধারা ১০ এর অধীনে প্রজ্ঞাপন প্রদান করা হইয়াছে / হইবে উক্ত প্রত্নস্থলের মালিক অথবা প্রত্নসম্পদের উপর কোন অধিকার বা সত্ত্ব রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে উপদেষ্টা পর্ষদের নিকট ইহার বিরুদ্ধে লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে আবেদন প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে আবেদনকারীকে উপদেষ্টা পর্ষদের নিকট শুনানীর সুযোগ প্রদান করতঃ পর্ষদের সুপারিশের প্রেক্ষিতে যদি উক্ত আবেদনের যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে বলিয়া মহাপরিচালক মনে করেন তাহা হইলে প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করিবার জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করিতে পারিবেন।

১২। চুক্তির ভিত্তিতে প্রত্নস্থলের তত্ত্বাবধান- (১) ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং সরকারী ভূমিতে অবস্থিত কোন স্থাবর প্রত্নস্থল মহাপরিচালক প্রয়োজন অনুযায়ী লিখিত চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি মালিক, প্রতিষ্ঠান, সরকারের অনুমোদিত জাদুঘর, ট্রাস্টি, সংস্থাকে তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এর অধীন সম্পাদিত চুক্তিসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে :-

(ক) প্রত্নস্থলটিতে জনসাধারণের প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি প্রদান করিতে হইবে ;
(খ) প্রবেশ মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইয়া থাকিলে তার শতকরা ৫০ ভাগ তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত হইবে, বাকী ৫০ভাগ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে ;
(গ) প্রত্নস্থলটির জরিপ / অনুসন্ধান, উৎখনন, সংস্কার ও পুনরাণয়ন কার্যক্রমের জন্য তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষকে বহন করিতে হইবে ;
(ঘ) প্রত্নস্থলটি রক্ষণাবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট ব্যয়ভার তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষকে বহন করিতে হইবে। কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে ব্যয়ভার বহনে তত্ত্বাবধানকারী অসমর্থ হইলে মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরকে অবহিত করিতে হইবে ;
(ঙ) ভূমির রাজস্ব ও অন্যান্য ক্ষতিপূরণ তত্ত্বাবধানকারী প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন ;
(চ) প্রত্নস্থলটির বকেয়া ভূমি রাজস্ব পূর্ববর্তী মালিক প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন ;
(ছ) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অনুমোদন এবং তত্ত্বাবধানকারীর সম্মতিক্রমেই এই ধারার অধীন সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলী সময়ে-সময়ে পরিবর্তন করা যাইবে ;
(জ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর তত্ত্বাবধানকারীকে বা তত্ত্বাবধানকারী মহাপরিচালককে ছয় মাসের লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে এই ধারার অধীন সম্পাদিত চুক্তির অবসান ঘটাইতে পারিবেন।

১৩। মালিক সনাক্ত করা যায় না এইরূপ প্রত্নসম্পদের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে মালিক সনাক্ত না হওয়া পর্যন্ত মহাপরিচালক মালিক হিসাবে বিবেচিত হইবেন। তবে এই ক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত জাদুঘরসমূহও অস্থাবর প্রত্নসম্পদ এর মালিক হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

১৪। অবৈধ পাচার : কোন অস্থাবর প্রত্নসম্পদ অবৈধভাবে বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত বিদেশে পাচার করা হইয়া থাকিলে আন্তর্জাতিক আইনসমূহের আলোকে প্রত্নসম্পদসমূহ বাংলাদেশে ফেরত আনার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৫। প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ববহ যে কোন স্থল সুরক্ষায় বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ। - (১) যদি সরকার এইরূপ আশংকা করে যে, কোন প্রত্নসম্পদ অথবা প্রত্নস্থল বিধ্বস্ত, বিনষ্ট কিংবা ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় রহিয়াছে, তাহা হইলে সরকারের অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালক এইরূপ প্রত্নসম্পদ অথবা প্রত্নস্থল অধিগ্রহণ করিবেন।

১৬। স্থাবর প্রত্নসম্পদের সর্বোচ্চ সুরক্ষিত এলাকা **(property Zone)** অথবা **(Core Zone)** ও বিশেষ সুরক্ষিত এলাকা **(Nominated Zone)** অথবা **(Buffer Zone)** নির্ধারণ :

(১) স্থাবর প্রত্নসম্পদের সংরক্ষিত অংশটির ভূমির চারপাশে ১০০মি. সর্বোচ্চ সুরক্ষিত এলাকা **(property Zone)** অথবা **(Core Zone)** হিসাবে গণ্য করা হইবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে উক্ত প্রত্নসম্পদের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট ও অবস্থান পর্যদের অনুকূলে থাকিবে।

(২) স্থাবর প্রত্নসম্পদের সংরক্ষিত অংশটির ভূমির চারপাশে আনুমানিক ২৫০মি. বিশেষ সুরক্ষিত এলাকা **(Buffer Zone)** হিসাবে গণ্য করা হইবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে উক্ত প্রত্নসম্পদের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট ও অবস্থান বিবেচনা করিয়া **Buffer Zone** এর পরিসীমা হ্রাস বৃদ্ধি করার ক্ষমতা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এর উপদেষ্টা পর্যদের অনুকূলে থাকিবে। বিশেষ সুরক্ষিত এলাকায় কোন বহুতল ভবন নির্মাণ, ইট ভাটা, কলকারখানা স্থাপন, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রাস্তা নির্মাণ, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অনুমতি ব্যতীত কোন ধরণের খনন হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

(৩) **Buffer Zone** এর বাহিরের পার্শ্ববর্তী অংশে ১ কি.মি. এর মধ্যে সরকারি বা বেসরকারিভাবে যদি কোনো মেঠোপথ ইট অথবা মেটালিক করা হয় অথবা পাকা সড়ক নির্মাণ, ইট ভাটা ও পরিবেশ দূষণকারী কোন স্থাপনা নির্মাণ হইলে কার্য আরম্ভের পূর্বে প্রত্নসম্পদ বা প্রত্নস্থলের সুরক্ষার স্বার্থে অবশ্যই মহাপরিচালকের অনুমোদন নিতে হইবে।

১৭। উপাসনালয়ের স্থান অপব্যবহার হইতে বিরত, ইত্যাদি।- ১ সরকার কর্তৃক প্রত্নসম্পদ হিসাবে রক্ষণাবেক্ষণকৃত একটি উপাসনালয় অথবা ধর্মীয় পূণ্যস্থান **(shrine)** উহার বৈশিষ্ট্যের সহিত সঙ্গতিবিহীন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে না।

(২) যদি একটি উপাসনালয় বা ধর্মীয় পুণ্যস্থান **(shrine)** মহাপরিচালক তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব প্রদান করিয়া থাকেন উহার ক্ষেত্রে যদি চুক্তিপত্রে ভিন্নরূপ কিছু না থাকে, তাহা হইলে উহার রক্ষণাবেক্ষণের আইনী অধিকার যে ব্যক্তি / কমিটি / ট্রাস্ট / প্রতিষ্ঠান / সংস্থার উপর অর্পিত হইয়াছে তিনি অথবা উল্লেখিত সংস্থাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে মহাপরিচালক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

(৩) ধর্মীয় উপাসনালয়ে বা পূণ্যস্থান যেই সম্প্রদায়ের আচার পালনে ব্যবহৃত হয় সেইক্ষেত্রে মহাপরিচালক অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধানকারী ধর্মীয় প্রত্নসম্পদটির অপব্যবহার অথবা অপবিত্রতা হইতে রক্ষা করিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(ক) শর্তে বর্ণিত প্রত্নসম্পদটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি / কমিটি / ট্রাস্ট / সংস্থার এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা / কর্মচারির সমাগম ব্যতীত প্রত্নসম্পদটি যে সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার পালনে ব্যবহৃত হয় সেই সম্প্রদায় কর্তৃক প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম পালন পূর্বক প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ/সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) ধর্মীয় স্থাবর প্রত্নসম্পদসমূহ অথবা অন্যকোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত প্রত্নসম্পদসমূহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উপদেষ্টা পর্ষদের সহ-সভাপতি হিসাবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিয়োগকৃত সাইট ম্যানেজার দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকিবেন।

১৮। প্রত্নসম্পদ ধ্বংস, বিনষ্ট। - (১) কোন স্থাবর প্রত্নসম্পদ যাহা মহাপরিচালক কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষণা করা হইয়াছে (ভূমি মালিকানা যাহার থাকুক না কেন) উহার ধ্বংস, ভাঙ্গা, বিনষ্ট, পরিবর্তন, ক্ষতিসাধন করা হইলে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছরের কারাদন্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(২) অস্থাবর প্রত্নসম্পদ ধ্বংস, ভাঙ্গা, বিনষ্ট, পরিবর্তন, ক্ষতিসাধন করা হইলে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

(৩) সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদের (ভূমি মালিকানা যাহার থাকুক না কেন) উপর খোদাই করা, লিখন, লিপি উৎকীর্ণ অথবা স্বাক্ষর করিলে ০১ (এক) বছর কারাদন্ড, জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(৪) উপধারা (১) ও (২) এর অধীন বিচারাধীন কোন অপরাধের ক্ষেত্রে আদালত এই মর্মে নির্দেশ জারি করিতে পারেন যে, আদায়কৃত জরিমানা প্রত্নসম্পদটিকে অপরাধ সংঘটনের পূর্বকালীন অবস্থায় পুনরুদ্ধার করিবার নিমিত্তে ব্যয় নির্বাহের জন্য আরোপ করা যাইবে।

১৯। প্রত্নসম্পদের অনুকৃতি, ইত্যাদি এবং জরিমানা। - (১) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অনুমতি ব্যতীত কোন অস্থাবর প্রত্নসম্পদ এর অনুকৃতি (Replica) করা যাইবে না। তবে স্থাবর প্রত্নসম্পদের অনুকৃতি করা যাইবে।

(২) উপধারা (১) এর ব্যত্যয় ঘটিলে ০৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

২০। প্রত্নসম্পদের নকল। - (১) অস্থাবর প্রত্নসম্পদের কোন প্রকার নকল করা যাইবে না।

(২) উপধারা (১) এর অধীন আদালত অপরাধ বিচারকার্যে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন যে, প্রত্নসম্পদ নকল করিবার বা জাল করিবার জন্য অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, উহা সরকারের বরাবর বাজেয়াপ্ত হইবে এবং নকলকারী বা নকলের সহযোগিতাকারীকে ০৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। নকল প্রত্নসম্পদটি বিনষ্ট / নকল প্রত্নসম্পদ হিসাবে চিহ্নিত করে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২১। প্রদর্শনীর জন্য প্রত্নসম্পদ প্রেরণ। - (১) সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত জাদুঘরে প্রদর্শনীর ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, জাতীয় স্বার্থে কোন সংস্থা কর্তৃক প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক, উপদেষ্টা পর্যদের সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদনক্রমে, **বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অধিক্ষেত্র ব্যতীত** প্রত্নসম্পদ চুক্তির মাধ্যমে অস্থায়ীভাবে প্রদান করিতে পারিবেন। তবে যে সকল প্রত্নসম্পদ দুস্প্রাপ্য অথবা সংখ্যায় একটি বা দুইটি রহিয়াছে সে সকল প্রত্নসম্পদ প্রদর্শনীর জন্য প্রদান করা যাইবে না।

(২) সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক কোন প্রদর্শনীর জন্য মহাপরিচালক, উপদেষ্টা পর্যদের সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদনক্রমে **বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অধিক্ষেত্র ব্যতীত** প্রত্নসম্পদের অনুকৃতি চুক্তির মাধ্যমে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৩) এক্ষেত্রে উভয় সংস্থা রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

(৪) চুক্তিনামায় উল্লেখিত শর্তসমূহ ভঙ্গ করা হইলে মহাপরিচালক কর্তৃক উহা বাতিল হইতে পারে।

(৫) অস্থায়ীভাবে প্রেরণকৃত প্রত্ননিদর্শন যথাসময়ে ফেরত প্রদান না করা হইলে মহাপরিচালক সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রদর্শনকারী সংস্থার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৬) বিদেশে প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে আন্তর্জতিক আইন অনুযায়ী বীমা করিতে হইবে।

২২। প্রত্নসম্পদ বিনিময়। - (১) সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত জাদুঘরে প্রদর্শনীর ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক কোন জাদুঘরে প্রদর্শনীর জন্য মহাপরিচালক, উপদেষ্টা পর্যদের সুপারিশ ও সরকারের অনুমোদনক্রমে **প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন** প্রত্নসম্পদ চুক্তির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে বিনিময়

করিতে পারিবেন। তবে যে সকল প্রত্নসম্পদ দুস্প্রাপ্য অথবা সংখ্যায় একটি বা দুইটি রহিয়াছে সে সকল প্রত্নসম্পদ প্রদর্শনীর জন্য বিনিময় করা যাইবে না।

(২) এক্ষেত্রে উভয় সংস্থা রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

(৩) চুক্তিনামায় উল্লেখিত শর্তসমূহ ভঙ্গ করা হইলে মহাপরিচালক কর্তৃক উহা বাতিল হইতে পারে।

২৩। প্রত্নসম্পদ সংক্রান্ত ব্যবসা। (১) অস্থায়ী যে কোন প্রত্নসম্পদের ব্যবসা করা যাইবে না।

(২) যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আকস্মিকভাবে বা বংশানুক্রমে কোন প্রত্নসম্পদের মালিক হইলে শুধুমাত্র **প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও সরকার অনুমোদিত যেকোনে জাদুঘরের** অনুকূলে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপধারা ২ এর শর্ত ব্যতীত প্রত্নসম্পদের ব্যবসা করা হইলে সর্বনিম্ন ০৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড, জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে এবং এ আইনের অধীনে সকল প্রত্নসম্পদ বাজেয়াপ্ত করার কর্তৃত্ব প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অনুকূলে থাকিবে।

২৪। প্রত্নসম্পদ দেশের বাইরে প্রেরণ। -(১) মহাপরিচালকের অনুমতি ব্যতীত, **বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অধিক্ষেত্র ব্যতীত,** কোন প্রত্নসম্পদ প্রদর্শনী ও গবেষণার স্বার্থে পরীক্ষার জন্য দেশের বাইরে প্রেরণ করা যাইবে না।

(২) গবেষণার স্বার্থে এবং প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে যে সকল প্রত্নসম্পদ মহাপরিচালকের অনুমতিক্রমে বাংলাদেশের বাইরে প্রেরণ করা হইবে সেসকল প্রত্নসম্পদ নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর বাংলাদেশে ফেরত আনিতে হইবে, প্রত্নসম্পদসমূহ যথাযথভাবে ফেরত অসিয়াছে কিনা তাহা বিশেষজ্ঞ কর্তৃক পরীক্ষা করিতে হইবে এবং ফেরত আনিবার পর মহাপরিচালকের নিকট যথাযথ ডকুমেন্টেশনসহ প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে।

(৩) গবেষণার প্রয়োজনে কোন প্রত্নসম্পদ দেশের বাইরে নেওয়ার প্রয়োজন হইলে, **বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অধিক্ষেত্র ব্যতীত,** মহাপরিচালকের অনুমতিক্রমে প্রত্নসম্পদের নমুনা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের রসায়নাগার শাখা হইতে সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষার প্রয়োজনে দেশের বাইরে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

(৪) মহাপরিচালকের অনুমতিক্রমে প্রত্নসম্পদের ধ্বংসাত্মক বিশ্লেষণের (Destructive analysis) জন্য যে সকল প্রত্নসম্পদ যেমন- মৃৎপাত্রের টুকরা, ইটের ভগ্নাংশ, দেশের বাহিরে প্রেরণ করা প্রয়োজন হইলে বিশ্লেষণ সমাপনান্তে ঐসকল নিদর্শন দেশে ফেরত আনার প্রয়োজন হইবে না।

(৫) প্রত্নস্থলের অথবা যেই স্থলে প্রত্নসম্পদ পাওয়া গিয়াছে সেই স্থলের মাটি, বালি, কয়লা (Charcol) বিভিন্ন ভস্ম ইত্যাদি পরিবৈশিক উপাদান (ecofact) গবেষণার উদ্দেশ্যে পরীক্ষার প্রয়োজনে মহাপরিচালকের অনুমতিক্রমে দেশের বাইরে প্রেরণ করা হইলে তাহা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট ফেরৎ প্রদানের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) উপধারাসমূহের বিধান লঙ্ঘনকারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা জড়িত থাকুক না কেন তাদেরকে ১০ (দশ) বৎসরের কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

২৫। বাংলাদেশে বহনযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যাহা এই আইন প্রণীত হইবার পূর্বে বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখার বাহিরে বিশ্বের যে কোন দেশে অথবা স্থানে প্রদর্শনশালা (Museum) ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে গিয়াছে বা

নাইয়াছে সেইগুলো তথ্য প্রমাণ সাপেক্ষে দেশে ফিরাইয়া আনিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রহণ করা হইবে। এই কার্যে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে সকল ধরণের সহযোগীতা প্রদান করিতে হইবে।

২৬। খনি খনন এবং আহরণ। - (১) যদি সরকার এই অভিমত পোষণ করে যে, কোন সংরক্ষিত স্থাবর প্রত্নসম্পদ রক্ষণ বা সংরক্ষণের নিমিত্ত এইরূপ একটি স্থানের নির্ধারিত এলাকার মধ্যে খনি খনন, এতদক্ষেত্রে হইতে আহরণ, বিস্ফোরণ করা যাইবে না।

(২) প্রত্নসম্পদ এলাকার পাশ্ববর্তী কোন অঞ্চলে খনি খনন বা বিস্ফোরণ করিতে হইলে মহাপরিচালকের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া এই সকল অঞ্চলে ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২) এর বিধান লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে আনাইনুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২৭। চুক্তি ব্যতীত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন নিষিদ্ধকরণ। - (১) মহাপরিচালকের সংগে চুক্তি ও অনুমতি ব্যতীত প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কোন প্রত্নস্থানে উৎখনন করিতে পারিবে না।

(২) সংরক্ষিত কোন প্রত্নসম্পদে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান উৎখনন করিতে পারিবে না।

(৩) যে সকল প্রত্নস্থলে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠান / সংস্থা উৎখনন করিবে তাহারা পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন পেশ না করিয়া এবং ঐস্থলে উৎখনন সমাপ্ত না করিয়া এবং যথাযথ সংস্কার না করিয়া অন্য কোন প্রত্নস্থানে উৎখনন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবে না। প্রথম উৎখননের পরে পরবর্তীতে উৎখননের ইচ্ছা প্রকাশ না করিলেও পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন (ডকুমেন্টেশনসহ) উৎখনন সমাপ্তির ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে পেশ করিতে হইবে এবং উৎখনন স্থলে প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদের মহাপরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে যথাযথ সংস্কার সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শন (খনন হইতে সংগৃহীত) গবেষণা শেষে অধিদপ্তরের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৪) যে সকল প্রত্নস্থানে উৎখনন করা হইবে সে সকল প্রত্নস্থলের ভূমির মালিককে পরিশোধযোগ্য ক্ষতিপূরণ অথবা অন্য কোন বিবেচ্য বিষয়ে উৎখননকারীর উপরে বর্তাইবে।

(৫) মহাপরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন, বা শিক্ষা ও গবেষণার জন্য পরিচালিত গবেষণার বুদ্ধিবৃত্তিক স্বত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষকদের থাকিবে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে।

(৬) প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থল অথবা অঞ্চলে কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অথবা সরকারিভাবে কোন নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করিতে হইলে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং বিশেষ প্রয়োজনে প্রত্নতাত্ত্বিক খননবিদ দ্বারা পরীক্ষামূলক উৎখনন সম্পন্ন করিতে হইবে। উৎখননে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রত্যয়নপত্র প্রদান সাপেক্ষে নতুন কোন অবকাঠামো নির্মাণ করা যাইবে। উৎখননের যাবতীয় ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহন করিতে হইবে।

২৮। সংরক্ষিত স্থাবর প্রত্নস্থলে প্রবেশাধিকার। - এই আইনের বিধান এবং তদধীনে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে সরকার কর্তৃক এই আইনের অধীন রক্ষণাবেক্ষণকৃত সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদে জনগণের প্রবেশাধিকার থাকিবে।

২৯। প্রত্নস্থলে স্যুটিং, অনুষ্ঠানাদি ইত্যাদি- (১) প্রত্নস্থলসমূহে মহাপরিচালকের অনুমতি ব্যতীত কোন ডকুমেন্টরী নির্মাণের উদ্দেশ্যে কোন প্রকারের আলোকচিত্র ধারণ, স্যুটিং কার্যক্রম, প্রত্নস্থল বিষয়ে ডকুমেন্টারী নির্মাণ করা যাইবে না।

(২) সূর্যাস্তের পূর্ব সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের আলোকে মহাপরিচালক স্যুটিং করার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) সূর্যাস্তের পরবর্তী সময়ের জন্য স্যুটিং করার অনুমতি মহাপরিচালকের সুপারিশের আলোকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) প্রত্নসম্পদের বিষয়াদি সম্পন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ব্যতীত কোন অনুষ্ঠানাদি, প্রত্নস্থলের সর্বোচ্চ সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে করা যাইবে না।

৩০। অপরাধ বিচারের এখতিয়ার। - এই আইনের অধীন কোন আদালত কোন অপরাধ শাস্তিযোগ্য হিসাবে বিচারার্থে গ্রহণ করিবেন না, যদি না সরকার কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এবং যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজের নিম্নের কোন আদালত অনুরূপ কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবেন না।

৩১। বাজেয়াপ্ত প্রত্নসম্পদ মহাপরিচালকের নিকট হস্তান্তর। - বাজেয়াপ্ত অথবা আটক হওয়া কোন প্রত্নসম্পদ এই আইনের অধীন জিম্মাদার, সংরক্ষণ ও রক্ষার জন্য মহাপরিচালকের নিকট **অথবা সরকার অনুমোদিত জাদুঘরসমূহের নিকট** হস্তান্তর করিতে হইবে।

৩২। দায়মুক্তি। - সরকার অথবা কোন ব্যক্তি যদি এই আইনের অধীন সরকারি স্বার্থে কোন কিছু করা বা করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা দায়ের, মামলা রুজু কিংবা আইনী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

৩৩। দেবোত্তর বা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে ঘোষিত স্থাবর ও অস্থাবর অথবা বর্তমান আইন অনুযায়ী চিহ্নিত প্রত্নসম্পদ নিয়ে সংশ্লিষ্ট বৈধ তদারককারীদের সম্মতির ভিত্তিতে এবং ধর্মীয় সংবেদনা নিশ্চিত করা সাপেক্ষে গবেষণা, খনন, জরিপ ও সংরক্ষণে মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও গবেষণা অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবেন।

৩৪। একটি প্রত্নসম্পদ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়, জাতিগত সম্প্রদায় বা অন্য কোনো গোষ্ঠী তাদের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির কারণে ঐতিহাসিকভাবে পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকিতে পারেন। এমন কোনো গবেষণা বা সংরক্ষণমূলক পদক্ষেপ নেয়া যাইবে না যাহাতে ঐ প্রত্নসম্পদের বা ঐতিহ্যের ঐতিহাসিকভাবে পৌনঃপুনিক ব্যবহারের সাক্ষ্য/প্রমাণাদি বিনষ্ট বা বিকৃত বা লুপ্ত হয়।

৩৫। বিধি তৈরির ক্ষমতা। - (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষভাবে এবং পুর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া এইরূপ বিধিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে-

(ক) কোন সংরক্ষিত স্থাবর পুরাকীর্তিতে জনগণের প্রবেশাধিকারের প্রবিধান ;
(খ) সংরক্ষিত স্থাবর প্রত্নসম্পদে প্রবেশের জন্য ফি আরোপ ;
(গ) এই আইনের বিধান প্রয়োগার্থে এইরূপ অন্যান্য বিষয় যাহা বিদ্যমান অথবা প্রয়োজন হইতে পারে।

৩৬। রহিত। - প্রাচীন ইমারত সংরক্ষণ আইন, ১৯০৪ (১৯০৪ এর ৭) এবং পুরাকীর্তি (রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৪৭, পুরাকীর্তি আইন- ১৯৬৮ (সংশোধিত ১৯৭৬) এতদ্দ্বারা রহিত হইল।